বিমল মিত্র'র কাহিনী অবলম্বনে

বেনারসী

ফিল্ম ক্রাফট্
প্রাঃ লিঃ'র নিবেদন

সংগীত
ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ
সম্পাদনা
হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়
ভূমিকায়
রুমা দেবী
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

পরিচালনা-অরূপ গুহঠাকুরতা

ফিল্মক্রাফট প্রাঃ লিঃ-এর প্রথম নিবেদন— বিমল মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে "বেনারসী"

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—
অরূপ গুহ ঠাকুরতা।
সঙ্গীত—আলী আকবর খান।
সম্পাদনা—হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়।
চিত্র গ্রহণ—দীনেশ গুপ্ত।
শিল্পনির্দ্দেশনা—রবি চট্টোপাধ্যায়।
শব্দ গ্রহণ—দুর্গাদাস মিত্র।
রূপসজ্জা—মদন পাঠক।
কর্ম্মসচিব—রতন চক্রবর্তী।
সহযোগী চিত্রনাট্য—কমল মজুমদার।
সহযোগী সম্পাদনা—অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য।
গীত রচনা—শৈলেন্দ্র (বম্বে),
শ্যাম শর্ম্মা। নরেন গাঙ্গুলী,।
নেপথ্য কণ্ঠ—রুমা দেবী, শঙ্কর গাঙ্গুলী,
ক্যালকাটা ইউথ কয়ার।
সারেঙ্গী সহযোগীতা—রামনারায়ণ(বম্বে)

ভূমিকায়—রুমা দেবী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, অনুপকুমার, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, মমতাজ আমেদ, তুলসী চক্রবর্তী, শ্যাম লাহা, রসরাজ, শৈলেন, জন কাবাস, কৃষণ কুমার, বিভূতি, ভানু ঘোষ, উজ্জল গুহ, পরাগ গুহ ঠাকুরতা, হৃষীকেশ চ্যাটার্জী, (এ্যাঃ), ক্যালকাটা ইউথ কয়ার, সুশীল ও মাঃ অমল, রাজলক্ষ্মী দেবী। শেফালী ব্যানার্জী, সীতা মুখোপাধ্যায়, সুরুচি সেনগুপ্তা, বাণী গাঙ্গুলী, আশা দেবী, মেনকা দেবী, মধুছন্দা, সুমিত্রা।

সহকারীবৃন্দ—
পরিচালনা—অসীম রায় চৌধুরী,
উজ্জল ব্যানার্জী।
চিত্রগ্রহণে—সুনীল চক্রবর্তী,
সুখেন্দু দাসগুপ্ত।
সম্পাদনা—গিরীশ রঞ্জন!
শিল্পনির্দ্দেশনা—সুরেশ চন্দ্র চন্দ্র।
রূপসজ্জা—সত্যেন ঘোষ।
ব্যবস্থাপনা—গৌর, বলাই।
শব্দগ্রহণ—কালী, মহাদেব, বাবু।
সাজ সজ্জা—শেরালী, সরজু।
সঙ্গীত গ্রহণ—সত্যেন চ্যাটার্জী।
পুনঃ শব্দযোজনা—শ্যাম সুন্দর ঘোষ।
প্রচার সচিব—বাগীশ্বর ঝা।
স্থিরচিত্র—এড্‌না লরেঞ্জ।
আলোক সম্পাত—প্রভাস ভট্টাচার্য্য।
ভবরঞ্জন, অনিল, সুবাস।
মঞ্চ নির্ম্মান—সুবোধ লাল দাস।
ছেদি, চিরঞ্জীব, অর্জ্জুন।
একমাত্র পরিবেশনা—হিন্দুস্তান সুপার
ফিল্মস্ প্রাঃ লিঃ।

টেক্‌নিসিয়ান্স্ ষ্টুডিওতে গৃহীত ও আর বি, মেহতার তত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

সোনা রতনকে বলে অনুপপুর ছেড়ে চলে যেতে। সবার অপমান সে একা সইবে। রতন রাজী হয় না। বলে— তোমাকে ছেড়ে আমি কোথায় যাবো? তাছাড়া আমরা তো অন্যায় করিনি।

সে রাত্রে কলোনীর লোকদের আক্রোশ নিজের কানে শুনে সোনা ঠিক করে সে পালিয়ে যাবে—একাই। কিন্তু পারে না— রতনের কাছে ধরা পড়ে যায়—। রতনও সোনা বেড়িয়ে পড়ে। অনুপপুরের সমাজ ছেড়ে—অন্য কোথাও—শান্তির খোঁজে! কিন্তু কোথায়?

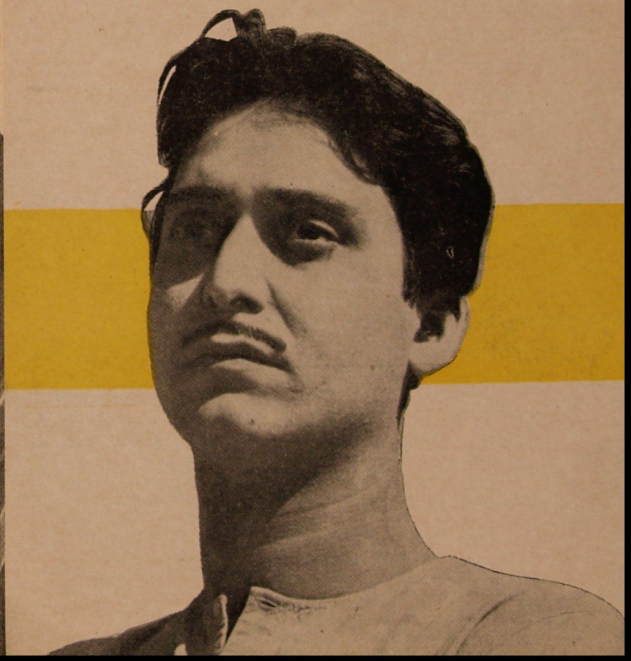

ফিল্মক্রাফট প্রাঃ লিঃ-এর প্রথম নিবেদন— বিমল মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে "বেনারসী"

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—
অরূপ গুহ ঠাকুরতা।
সঙ্গীত—আলী আকবর খান।
সম্পাদনা—হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়।
চিত্র গ্রহণ—দীনেশ গুপ্ত।
শিল্পনির্দ্দেশনা—রবি চট্টোপাধ্যায়।
শব্দ গ্রহণ—দুর্গাদাস মিত্র।
রূপসজ্জা—মদন পাঠক।
কর্ম্মসচিব—রতন চক্রবর্তী।
সহযোগী চিত্রনাট্য—কমল মজুমদার।
সহযোগী সম্পাদনা—অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য।
গীত রচনা—শৈলেন্দ্র (বম্বে),
শ্যাম শর্ম্মা। নরেন গাঙ্গুলী,।
নেপথ্য কণ্ঠ—রুমা দেবী, শঙ্কর গাঙ্গুলী,
ক্যালকাটা ইউথ কয়ার।
সারেঙ্গী সহযোগীতা—রামনারায়ণ(বম্বে)

ভূমিকায়—রুমা দেবী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, অনুপকুমার, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, মমতাজ আমেদ, তুলসী চক্রবর্তী, শ্যাম লাহা, রসরাজ, শৈলেন, জন কাবাস, কৃষণ কুমার, বিভূতি, ভানু ঘোষ, উজ্জ্বল গুহ, পরাগ গুহ ঠাকুরতা, হৃষীকেশ চ্যাটার্জী, (এ্যাঃ), ক্যালকাটা ইউথ কয়ার, সুশীল ও মাঃ অমল, রাজলক্ষ্মী দেবী। শেফালী ব্যানার্জী, সীতা মুখোপাধ্যায়, সুরুচি সেনগুপ্তা, বাণী গাঙ্গুলী, আশা দেবী, মেনকা দেবী, মধুছন্দা, সুমিত্রা।

সহকারীবৃন্দ—
পরিচালনা—অসীম রায় চৌধুরী,
উজ্জ্বল ব্যানার্জী।
চিত্রগ্রহণে—সুনীল চক্রবর্তী,
সুখেন্দু দাসগুপ্ত।
সম্পাদনা—গিরীশ রঞ্জন!
শিল্পনির্দ্দেশনা—সুরেশ চন্দ্র চন্দ্র।
রূপসজ্জা—সত্যেন ঘোষ।
ব্যবস্থাপনা—গৌর, বলাই।
শব্দগ্রহণ—কালী, মহাদেব, বাবু।
সাজ সজ্জা—শেরালী, সরজু।
সঙ্গীত গ্রহণ—সত্যেন চ্যাটার্জী।
পুনঃ শব্দযোজনা—শ্যাম সুন্দর ঘোষ।
প্রচার সচিব—বাগীশ্বর ঝা।
স্থিরচিত্র—এড্‌না লরেঞ্জ।
আলোক সম্পাত—প্রভাস ভট্টাচার্য্য।
ভবরঞ্জন, অনিল, সুবাস।
মঞ্চ নির্ম্মান—সুবোধ লাল দাস।
ছেদি, চিরঞ্জীব, অর্জ্জুন।
একমাত্র পরিবেশনা—হিন্দুস্তান সুপার
ফিল্মস্ প্রাঃ লিঃ।

টেক্‌নিসিয়ান্স্ ষ্টুডিওতে গৃহীত ও
আর বি, মেহতার তত্বাবধানে ইণ্ডিয়া
ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

গল্প

সেই মুখ, সেই চোখ—অবিকল সেই মেয়ে। রতন থমকে দাঁড়াল।

কলকাতার এক মেসে থাকে রতন মুখার্জি। এক ফার্মে সাধারণ আয়ের ড্রাফ্‌টস্‌ম্যান। সন্ধানে আছে ভাল চাকরীর। সেদিন রবিবার। বন্ধু মন্টুকে নিয়ে গেল থিয়েটার দেখতে। বিডন ষ্ট্রীটের মোড়ে পানের দোকানের সামনে দাঁড়ালো এক ঘোড়ার গাড়ী। তার ভেতর নিশ্চুপ বসে থাকা এক সুন্দর মুখ রতনের মনে এক বিস্ময় জাগালো। এমুখ যেন সে কোথায় দেখেছে!

বন্ধু মন্টু বলে—এটা কি পাড়া জানিস? বাইজী পাড়া। এখানে তোর চেনা মুখ পাবি কোত্থেকে?—রতনের মন সায় দেয় না। দিন রাত চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায় একটি উজ্জ্বল মুখ। কিন্তু কোথায় দেখা? একি তাদের গ্রাম—বেলেডাঙার সেই সোনা? যে ছিল ছেলেবেলায় তার একমাত্র খেলার সাথী। একদিন ওর সঙ্গে বিয়ের কথাও হয়েছি তার। সেবার ওরা সবাই এসেছিল ক'লকাতায় সূর্য্যগ্রহণে গঙ্গাস্নানে। লোকের ভিড়ে সোনা কোথায় হারিয়ে যায়—অনেক খুঁজেও পাওয়া যায়নি।

রতন সেই বাইজী পাড়ায় হঠাৎ দেখা মেয়েটির বাড়ীর সামনে ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়ায়। মেয়েটিকে আবার দেখে—তার এখন স্থির বিশ্বাস—এই তার সেই হারানো সোনা—এখন বেনারসীবাঈ।

সাহসে ভর করে রতন এক সন্ধ্যায় বাইজীর বাড়ীতে ঢুকে পড়ে। সুরের ইন্দ্রজালে, নাচের ঝংকারে গোটা ঘরে আনন্দের হিল্লোল, কিন্তু রতনের সন্ধানী চোখ বাইজীর পেছন পেছন ঘুরে বেড়ায়। দেওয়ালে বাইজীর পোষাক পরা এক ছোট মেয়ের ছবি। দেখে রতন সোনাকে পুরোপুরি চিনতে পারে। শুধু সে একানয় দু'জন দু'জনকেই চিনতে পারে। অতীত আবার ফিরে আসে।

রতন বেনারসীকে বলে—চলো এখান থেকে পালিয়ে যাই। বেনারসী জবাব দেয়—এরা যে আমায় চারদিক থেকে বেঁধে রেখেছে, কি করে যাবো? রতন বেনারসীর পাশে এসে দাঁড়ায়। আশ্বাস দেয় নূতন জীবনের, সুখী সংসারের।

ইতি মধ্যে রতন রেলওয়েতে এক চাকরী পেল। ক'লকাতা থেকে দূরে—অনুপপুরে। কালীঘাটে বিয়ের পালা চুকিয়ে দু'জনে পাড়ি

দেয় অনুপপুরের পথে। সাক্ষী রইল একমাত্র বন্ধু মন্টু। অনুপপুরে শুরু হয় তাদের নূতন জীবন। রেল-কলোনীর সবার মুখে মুখে মুখুজ্জ্যে দম্পতির প্রশংসা। মুখুজ্জ্যে গিন্নী না হ'লে সব অচল। এমনি করে কয়েক বছর চলে যায়।

দুর্গাপূজা হবে। নানা ভাষায় নানা জাতের লোক। অসুবিধে বিস্তর। মুখুজ্জ্যে দম্পতির চেষ্টায় শেষে অসম্ভবও সম্ভব হল। ঘটা করে অনুপপুরে এই প্রথম ব্যবস্থা হল দুর্গাপূজার। সারা রেল কলোনী উৎসব মুখর। নবমীর দিন ক'লকাতা থেকে এল প্রশান্ত সরকার। সে এক ওষুধ কোম্পানীর সেলস্‌ম্যান। উঠল তার বন্ধু, কলোনীর ডাক্তারের বাড়ীতে কিছু বাণিজ্যের আশায়। ডাক্তার প্রশান্তকে নিয়ে গেল দশমীর ভাসানে।

তখন পূজামণ্ডপে চলেছে সিঁদুর খেলা। কল্যাণী কুলবধূর বেশে বিডন ষ্ট্রীটের সেই বেনারসী-বাইজীকে দেখে প্রশান্ত বিস্মিত। সে চেঁচিয়ে উঠল—ওর ঘরে ঠুংরি শুনে অনেক রাত কাটিয়েছি। এ মুখ কি আমায় ফাকি দিতে পারে?

বেনারসীও প্রশান্তকে চিনতে পারে। সুখী জীবন গড়ার সব চেষ্টা এক নিমেষে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। দ্রুত পায়ে সে পালিয়ে এল বাড়ীতে। রতনকে বলে—ধরা পড়ে গেছি গো। সবাই জেনে গেছে আমি বাইজী।

রতন বুঝতে পারে না, এখন সে কি করবে?

সঙ্গীত

(১)

ইতনা ভি ক্যা সিতম্ কি
সিকায়াৎ নহি রহি হ্যায়
লিল্লাহ এহি কহ জো
মহব্বৎ নেহি রহি
গুস্সেকে সাথ সাথ
লবোঁপর হাঁসি ভি হ্যায়
মেরে হুজুর ঔর ক্যায়ামাৎ নেহি রহি
আশুভি খতম্ হো গয়ে
আঁহে ভি জ্বল গয়ি হ্যায়
রোনেকি মরণে বালোকো
আদত নেহি রহি
বয়ঠে হ্যায় পাড় তোর কর
মঞ্জিল সে বেমেয়াজ হ্যায়
আচ্ছা হুয়া কি
এভি মুসিব্বৎ নেহি রহি
লিল্লাহ এহি কহদো
মহব্বৎ নেহি রহি ॥

হ্যায় শর্ম্মা

(২)

শবনম তো রোই রোই
ত্যারে ভি রোয়েঁ ব্যরি
আবতো তু আজা আজা
জানেবালে আজা
আহেঁ ভি রোয়ে মেরি
রাহে ভি রোয়ে
নিগাহে ভি রোয়ে মেরি
দোয়ায়ে ভি রোয়ে
মঞ্জিল তো খোয়ি খোয়ি
সাথী ভি খোয়ে ব্যরি
আবতো তু আজা আজা
জানে বালে আজা
রোয়ে মুরাদে আপনি
আচল নেহি হ্যায়
সমঝে হাম জিস্‌কো সাহিল
সাহিল নেহি হ্যায়
কস্তি তো সয়ি সয়ি
কিনারে ভি সোয়ি ব্যরি
আবতো তু আজা আজা
জানে বালে আজা
পলকো নেহারপে রোয়ে
কিস্‌কো পহনায়ে
হিচকি মলহার গায়ে
কিস্‌কো শুনায়ে
হসরৎ তো রয়ি রয়ি
নজারে ভি রোয়ে ব্যরি ॥

হ্যায় শর্ম্মা

(৩)

রংগ খেলকে জারে বাটোহিয়া
রংগ খেলকে জারে
ফির আনা হোকে ন হো রে বটোরিয়া
র গ খেলকে জারে ।
বরষ দিনাপে আজ আই হোলি
হোলি আই রে
রংগ উমংগ সংগ লাই হোলি, হোলি
আবীর গুলাল উড়ারে
রংগ খেলকে জারে ।
ঢপ বাজে ঢোল বাজে বজেরে মজিরবা
অয়সে ন রোজ রাজা হুমকে হিয়রবা
গলে মিল মৌজ মনা রে
রংগ খেলকে জায়ে ।